যুগান্তর

16 AUG 2008

কারিগরি বোর্ডের দেড় হাজার প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থাপনা : শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

বুলবুল চৌধুরী, রাজশাহী ব্যুরো

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় দেশের ১ হাজার ৩২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় জনবল, বই ও ব্যবহারিক যন্ত্রপাতির অভাব, শিক্ষক-কর্মচারীদের পৃথক বেতন কাঠামো সংশোধন, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি সমস্যাসহ নানাবিধ অব্যবস্থাপনার কারণে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ফলে আত্মকর্মসংস্থানমূলক এই শিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বসেছে। বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এই বোর্ডের অধীন ২৫টি শিক্ষাক্রমের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)। বর্তমানে সারাদেশে ১ হাজার ৩২৭টি প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১৯ হাজার ২৫০ জন। এই শিক্ষাক্রমের পাঁচটি স্পেশালাইজেশন হল— কম্পিউটার

ব্যাহত : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

ব্যাহত : শিক্ষা কার্যক্রম

... অপারেশন, সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স, হিসাবরক্ষণ, ব্যাংকিং এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন। দুই বছর মেয়াদি এইচএসসি সমমানের এই শিক্ষাক্রম চারটি সেমিস্টারে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রবিধান ও সিলেবাসের কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই শিক্ষাক্রমকে সময়োপযোগী করতে সেমিস্টার পদ্ধতির পরিবর্তে সাধারণ শিক্ষার আঙ্গিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত মে মাসে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।

এর আগে ২০০২ সালে এই শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন করা হয়। এতদিন সিলেবাস অনুযায়ী বই বোর্ড থেকে সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বইয়ের সরবরাহ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হতো। এসব সমস্যা উত্তোরণে বোর্ড সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সিলেবাস ও প্রবিধান প্রবর্তন করেছে। নতুন সিলেবাসের সহায়ক (রেফারেন্স) বই বাজারে পর্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু সিলেবাস পরিবর্তন হলেও শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণ ও মতামত নেয়া হয়নি। হঠাৎ করেই তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেশন ও সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স দুটি স্পেশালাইজেশন চালু রয়েছে। এতে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পাঠদানের বিষয় হল— বাংলা, ইংরেজি, কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ব্যবসায়িক গণিত ও পরিসংখ্যান, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসায় সংগঠন, সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিসেস, বিজনেস ইংলিশ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি, অফিস ম্যানেজমেন্ট, বাণিজ্যিক ভূগোল, লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ।

কারিগরি বোর্ডের জনবল কাঠামোর স্তর অনুযায়ী এসব বিষয় পাঠদানের জন্য চারজন শিক্ষক থাকবেন। সেগুলো হল— বাংলা ও ইংরেজির জন্য একজন, কম্পিউটার অপারেশনে একজন, সেক্রেটারিয়াল সায়েন্সে একজন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ের একজন। যেখানে সাধারণ কলেজগুলোয় প্রতি বিষয়ের জন্য এক বা একাধিক শিক্ষক থাকেন সেখানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও প্রদর্শক (ডেমোনেস্ট্রেটর) একজন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান একজন, অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী একজন, ল্যাব এসিস্টেন্ট দুজন এবং গার্ড কাম এমএলএসএস একজনের পদ রয়েছে। শুধু মহিলা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়া পদ রয়েছে। দুটি স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০টি কম্পিউটার ও পাঠদানের উপযোগী সব ধরনের যন্ত্রপাতি থাকার কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠানের নাইট গার্ডের কোন পদ নেই। যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যবান সম্পদ থাকে অরক্ষিত।

অবশিষ্ট তিনটি স্পেশালাইজেশনের জন্য চতুর্থ ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়— প্রডাকশন প্ল্যানিং, কন্ট্রোল অ্যান্ড কস্টিং, ব্যাংকিং ও বীমা, ব্যবসায় উদ্যোগ, উচ্চতর হিসাব বিজ্ঞান, ব্যাংকিং হিসাব রক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি স্পেশালাইজেশনের জন্য শুধু একজন করে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ রয়েছে। রাজশাহীর মহানগর টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান জানান, তাদের সময়মতো প্রয়োজনীয় বোর্ডের বই পায় না। বাজারের নিম্নমানের নোট বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের। এতে সিলেবাস অনুযায়ী পরিপূর্ণ জ্ঞানদান সম্ভব হয় না।